ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 94 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫০ ● কলকাতা ● ২৭ ভাদ্র, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 57

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর এই সদ্গুরুর মাধ্যমে আমরা এই লক্ষ লক্ষ আত্মার সঙ্গে জুড়তে পারি। আর জুড়ে থাকার রাস্তা হল- এই উচ্চ স্তরে জুড়ে থাকা আত্মাদের সামূহিকতা পাওয়া আর এই উচ্চ স্থিতির আত্মাদের সামূহিকতা সদ্গুরুর চরণে হয়। সেইজন্যে আত্মিক প্রগতিতে গুরুচরণের মহত্ত্ব আছে। কারণ আপনি যতটা নত হবেন, ততটাই আপনার গ্রহণ করবার ক্ষমতা বাড়বে, আর সদ্গুরুরূপী মাধ্যমের সবথেকে নীচের প্রান্ত হল গুরুচরণ, সেইজন্য সব থেকে বেশী গ্রহণ করার জন্য সব থেকে বেশী নত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের এই নত হওয়া মানুষের 'আমি'র অহঙ্কারকে কম করে।

ক্রমশঃ

শমীককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শ্রমিকদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার এখন শুধু 'মাফিয়া-মাস্তান-মার্ডারার'-দের সরকারে পরিণত হয়েছে!' গুলশন কলোনিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা। এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে তিনি লিখলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গুলশান কলোনির মতো জায়গায় নিরাপদে ঠাঁই দিয়েছে।এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দুর প্রশ্ন, "কলকাতার অপরাধ জগতের 'অন্ধকূপ' হল গুলশান কলোনি! এই কলোনিতে প্রচুর বাংলাদেশি মুসলিম এসে ঘাঁটি গেড়েছে। প্রায়শই ভিন্‌রাজ্যের পুলিশ এসে ওই এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের। কলকাতার একের পর এক অপরাধের ঘটনায় বার বার নাম জড়িয়েছে গুলশন কলোনির। ঘন জনবসতি এবং ঘিঞ্জি এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে উদ্বেগ এই প্রথম নয়, আগেও একাধিক বার সেই কথা শোনা গিয়েছে পুলিশকর্তাদের মুখেই। কখনও ভরসন্ধ্যায় যুবককে রাস্তায়

এরপর ৩ পাতায়

নেপালের প্রাক্তন ছয় প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হচ্ছে রাজনৈতিক সন্ন্যাসে!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাঠমান্ডু: রাজতন্ত্র হটিয়ে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পিছনে যাদের অসাধারণ অবদান ছিল এবার তাদেরই রাজনীতি থেকে বাণপ্রস্থে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেন জি-দের পাশাপাশি দেশের প্রধান সারির বেশ কয়েকটি দলের 'ঘর শত্রু' বিভীষণরা এবং সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ নিজেদের মধ্যে দফায়-দফায় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যারা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের আর রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া হবে না।ইতিমধ্যেই দেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধান হিসাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অনেকটাই এগিয়ে। নয়া সরকার গঠনের পাশাপাশি দেশের প্রাক্তন ছয় প্রধানমন্ত্রী যাতে আর কখনও রাজনীতি করতে না পারেন তাও নিশ্চিত করার কাজ চলছে। সিপিএন (ইউ এম-এল) দলের এক সিনিয়র নেতার কথায়, 'আমরা ছয় জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি যৌথ বিবৃতি আদায়ের বিষয়ে কাজ করছি, যাতে তাদের অবসর নেওয়ার এবং দেশকে নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।' ইউনিফাইড সোশ্যালিস্ট পার্টির এক সিনিয়র নেতা জানিয়েছেন, 'দলের প্রবীন সদস্য তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালনাথ খানাল ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন।'যে ছয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাজনীতি করা নিষিদ্ধ হতে চলেছে তাঁরা হলেন সদ্য পদত্যাগী কেপি শর্মা ওলি, শের বাহাদুর দেউবা, মাধব কুমার নেপাল, ঝালনাথ খানাল, পুষ্প কমল দহল ওরফে প্রচণ্ড এবং বাবুরাম ভট্টরাই। জানা গিয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে ছয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন।
সমাজমাধ্যমের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে জেন জি আন্দোলন ঘিরে গত সোমবার উত্তাল হয়ে ওঠে নেপাল। বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনে হামলা চালালে গুলি চালায় পুলিশ। তাতে হিতে বিপরীত হয়। ২০ জন বিক্ষোভকারী মারা যান। ওই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিংসাত্মক চেহারা নেয় আন্দোলন। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌদেল, প্রাক্তন তিন প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা, পুষ্পকমল দহাল ও ঝালানাথ খানালের বাড়িতে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। বেধড়ক মারধর করা হয় নেপালি কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা শের বাহাদুর দেউবা এবং তাঁর স্ত্রী তথা বিদেশ মন্ত্রী আরজু রানা দেউবাকে। আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খনাল ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করা হয়। পাশাপাশি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুনে পুড়ে মারা যান খানালের স্ত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ছাত্রীর মৃত্যু - সামনে এসেছে একাধিক প্রশ্ন

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাত ১০ টার পরে ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ড্রামা ক্লাবের আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল পার্কিং লটে। সেই অনুষ্ঠান দেখতেই এসেছিলেন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি নিমতায়। গতকাল রাত ৯টা ৫৫ মিনিট নাগাদ শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য ওঠেন ওই ছাত্রী। এরপরই পার্কিং লটের উল্টো দিকে থাকা গভীর ঝিলে পড়ে যান কোনওভাবে। জোরে লাউড স্পিকার বাজায় এবং অনুষ্ঠানের জন্য বড় লাইটগুলি নিভিয়ে রাখায় ছাত্রীর আর্তচিৎকার যেমন কারোর কানে পৌঁছায়নি, তেমনই তাঁকে পড়ে যেতেও

দেখেনি কেউ। প্রায় ১০ মিনিট জলে ভাসার পর ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক শুশ্রষার চেষ্টা করা হয়। এরপর পাশেই কেপিসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ততক্ষণে ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই মদের আসর বসেছিল। ঘটনাস্থলের কাছ থেকে একটি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে। ওই ছাত্রীও মদ্যপ ছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ময়নাতদন্তের পরই সে বিষয়ে জানা যাবে। তবে কেন শৌচালয়ের বদলে ওই ঝিলের দিকে গেলেন ছাত্রী, তাঁর সঙ্গে কেউ ছিলেন কি না, এই ধরনের নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। রাত ১০ টার পরও কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল গানের অনুষ্ঠান চলছিল, সে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। এই প্রশ্নও উঠছে যে একেবারে নিরাপত্তারক্ষীদের ঘরের পাশেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরদারি কোথায়? সিসিটিভি বসানো থাকলেও, তা বাইরের দিকে মুখ করা। গোটা ক্যাম্পাসে সিসিটিভি বসানোর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন হয়নি এখনও। পড়ুয়াদের চাপের কাছেই কি নতিস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ? চারিদিকে তৈরী হয়েছে বিরাট বিক্ষোভ।

(১ম পাতার পর)

কলকাতার অপরাধ জগতের 'অন্ধকূপ: শুভেন্দু

ফেলে প্রকাশ্যে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে, কখনও আবার দুই গোষ্ঠীর বিবাদে প্রকাশ্যেই মুড়ি মুড়কির মতো বোমা-গুলির বৃষ্টি হয়েছে। সব জেনে শুনেও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন ব্যর্থ ? কারণ খুব স্পষ্ট - শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর সিন্ডিকেটের লড়াই পুলিশ আটকাতে গেলে পুলিশের শীর্ষকর্তাদের চেয়ার টলে যাবে।"এদের নাম বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে, দলে নিয়ে নিজেদের অপরাধের সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, আর সাধারণ নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে।"দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের জেরে শিরোনামে কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড। গুলশন কলোনিতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য দেখা গেল। ধারালো অস্ত্র হাতে গুন্ডামি, বাইক, দোকান ভাঙচুর। সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ছবি। স্থানীয়দের দাবি, কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায় দুষ্কৃতীরা। গতকাল সন্ধে ৭ টা নাগাদ বাইপাস সংলগ্ন গুলশন কলোনির অটো স্ট্যান্ড মোড়ে বাইক নিয়ে ঢুকে পড়ে জনাকয়েক দুষ্কৃতী। এরপরই শুরু হয় তাণ্ডব। এর আগে গত বছর ১৫ নভেম্বর এই ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে তাঁর বাড়ির সামনে গুলি করে খুনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গুলি না বেরোনয় প্রাণে বেঁচে যান তিনি। সেই ঘটনার পর, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডেই দেখা গেল এই ছবি। প্রশ্ন উঠছে EM বাইপাস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে কীভাবে তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা ? কোথায় ছিল পুলিশের নজরদারি ?গুলশন কলোনিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের নেপথ্যে এলাকা দখলের লড়াই ? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে খবর, একসময় এই এলাকা মিনি ফিরোজের দখলে ছিল। পুলিশের অনুমান, এলাকায় পুনরায় দখল নিতেই কাল সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে হামলা চালান মিনি ফিরোজ সহ ন'জন। অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন সাজিদ, মুস্তাফা, নুমান, ছোটা রাজা, শাহবাজ, মধু, সাজিদ, আহতারাম। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় মানুষের মনে ভয় ধরানো। এর আগেও অপরাধমূলক কাজে নাম জড়িয়েছে মিনি ফিরোজের। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, EM বাইপাস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে পুলিশের নজর এড়িয়ে কীভাবে এমন তাণ্ডব চালাল দুষ্কৃতীরা ? কীভাবেই বা দুষ্কৃতীদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে এত আগ্নেয়াস্ত্র ? গতকাল রাতের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সন্ধেয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দাপাদাপির পর ফের ভোর রাতে চলে হামলা, বোমাবাজি। বিরিয়ানির দোকান লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে বোমা ছোড়ার ছবি। আর এই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন উঠছে আনন্দপুর থানার পুলিশের ভূমিকায়। প্রশ্ন হচ্ছে, গতকাল সন্ধেয় হামলার ঘটনার পর কেন কেন রাতে পুলিশ পিকেট ছিল না? বোমাবাজির সময় কোথায় ছিল পুলিশ?

১৫তম উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন সদ্য নির্বাচিত এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন

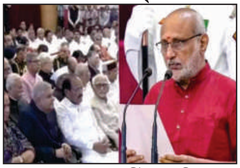

বেবি চক্রবর্তী : দিল্লী

রাষ্ট্রপতিভাবনে আজ বসেছিল চাঁদের হাট। উপলক্ষে ১৫ তম উপরাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। মহা ধুমধামের সঙ্গে উপরাষ্ট্রেপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। শুক্রবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে শপথ নেন তিনি। রাধাকৃষ্ণনকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার পুরনো সংসদের সংবিধান ভবনে আয়োজিত হয়েছিল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। গোপন ব্যালটে ভোট দেন দুই কক্ষেরই শাসক-বিরোধী সাংসদরা। দিনশেষে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে জয় লাভ করেন এককালের সঙ্ঘ প্রচারক সিপি রাধাকৃষ্ণন।

ইন্ডিয়া' জোটের প্রার্থী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ১৫২ ভোটে হারিয়ে ভারতের নতুন উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন তিনি। এই গোপন ব্যালট নির্বাচনে রাধাকৃষ্ণন পেয়েছেন ৪৫২টি ভোট। সুদর্শন পেয়েছেন ৩০০টি ভোট। ফলাফলের এই অঙ্ক নিয়ে শুরু হয়েছে তরজাও। ইন্ডিয়া জোটের অন্দর থেকেই যে 'ক্রস ভোটিং' হয়েছে এই নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই একাংশের বিশেষজ্ঞদের মনে। তবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে শপথ গ্রহণ, প্রতি মুহূর্তে যেন নতুন মোড়। শুক্রবার দেশের ১৫ তম উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন, সেই সময় দূরে নায়ডুদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখা গেল পূর্বতন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে।

কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক কর্মশিবির বার্তালাপে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৫

কৃষ্ণনগরে আজ অনুষ্ঠিত হল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো'র নিয়মিত কর্মসূচি 'বার্তালাপ'। নদিয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এই কর্মশিবিরে মূল আলোচনা হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ব্যাংকিং- এ সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে। স্থানীয় সাংবাদিক এবং ব্যাংকিং ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

কর্মশিবিরের শুরুতে 'এক পেড় মা কে নাম' বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর পূর্বাঞ্চলীয় মহাষির্দেশক শ্রী টি.ভি.কে. রেড্ডি একটি চারাগাছ রোপণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পি আই বি-র অতিরিক্ত মহানির্দেশিকা (এম অ্যান্ড সি) মিস জেন নামচু ও অন্যান্য আমন্ত্রিত গণ্যমান্যরা।

শ্রী রেড্ডি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী বক্তব্যে পি আই বি-র কাজের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তের সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়াই পি আই বি-র মূল দায়িত্ব। অপারেশন সিন্দুরের সময় পি আই বি-র ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

কর্মশিবিরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার শ্রী অনুপ ডুংডুং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে এই প্রকল্পের ভূমিকার কথা বলেন। মাছ চাষিদের ঋণ পেতে সমস্যার প্রসঙ্গে তিনি স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে চলার ওপর জোর দেন।

নাবার্ড-এর আধিকারিক শ্রী সৈকত দে কৃষকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতাদের হাত থেকে মুক্ত করার কাজের কথা বলেন। তিনি আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তার ওপর-ও জোর দেন। নিরাপদ ব্যাংকিং-এর জন্য ১৬০ ও ১৪০ কোডের মাধ্যমে সত্যিকারের ব্যাংক কল চেনার কথা বলেন তিনি। নদিয়ায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সাথে মিলে পাঁচটি আর্থিক সাক্ষরতা কেন্দ্র চালানোর কথাও জানান।

আনন্দবাজার পত্রিকার বরিষ্ঠ সম্পাদক ডাঃ দেবদূত ঘোষ ঠাকুর স্বচ্ছ ভারত ও পরিচ্ছন্ন জেলা প্রকল্পে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনান।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

নেপালে জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে সেনাবাহিনী

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলছে। গণঅভ্যুত্থানকারী জেন জি (Gen Z) প্রতিনিধিরা সংসদ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে অনড় এবং সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের দাবিতে অবিচল থাকায় শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও ফয়সালা হতে পারেনি। নেপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রায় সকলেই মেনে নেওয়ার পরেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে মতানৈক্য বাধছে জেন জি প্রতিনিধিদের।সব মিলিয়ে দেশের পরিস্থিতি যখন অকূল পাথারে তখন সেনাবাহিনী জরুরি অবস্থা জারির বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের মতে, এভাবে দিনের পর দিন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এক সেনা কর্তা বলেন, শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে সেনা। কিন্তু, সরকার না থাকার পরিস্থিতি যদি চলতেই থাকে তাহলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করাও মুশকিল হয়ে পড়বে। তার থেকে ভাল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা। সেনাবাহিনী শেষপর্যন্ত এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখার বার্তা পাঠিয়েছে। তার মধ্যে সরকার গঠনের ফয়সালা করে একটি রফাচুক্তি সেরে ফেলতে বলেছে।এই অবস্থায় নেপালের রাষ্ট্রপতির বাসভবন শীতল নিবাসে আলাপ-আলোচনা চলছেই। এদিকে, পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হচ্ছে না দেখে দেশে জরুরি অবস্থা জারির প্রস্তুতি নিচ্ছে সেনাবাহিনী।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে সূত্রে জানা গিয়েছে, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেলকে জরুরি অবস্থা জারির সুপারিশ করেছে। সেনাবাহিনী বলেছে, যদি প্রেসিডেন্ট ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং এই মুহূর্তে নতুন সরকার গঠন সম্ভব না হয়, তাহলে দেশে শান্তি বজায় রাখতে জরুরি অবস্থা জারির নির্দেশ দেওয়া হোক।

শীতল নিবাস সূত্র জানাচ্ছে, সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে রাষ্ট্রপতি লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জেন জি-দের দেওয়া সব প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি হয়েছেন পৌডেল। এখন ওদের উচিত দেশের সাংবিধানিক পদমর্যাদাকে রক্ষা করা। সংবিধানের ৬১ (৪) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুশীলা কার্কির নাম অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রস্তাব রেখেছেন। নতুন মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে নতুন ভোট ঘোষণার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছেন।রাষ্ট্রপতি আন্দোলনকারীদের বুঝিয়েছেন, নতুন নির্বাচন ঘোষণা হলে আপনাআপনিই সংসদ অকার্যকরী হয়ে যায়। শীতল নিবাসের অন্দর সূত্রের খবর, পৌডেল এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি, সংসদের দুই স্পিকারের সঙ্গে সাংবিধানিক রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করেই প্রস্তাব রেখেছেন আন্দোলনকারীদের সামনে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, এভাবে এগোলে সাংবিধানিক ও আইনি সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব রাজনৈতিক দলগুলি মেনে নিতে রাজি নয়। একইসঙ্গে সেনাবাহিনী ও আদালতগুলিও এ বিষয়ে আপত্তি তুলেছে। তবে সকলেই একটি বিষয়ে একমত হয়েছে যে, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া উচিত।

নেপাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি তথা জেন জি আন্দোলনের নেতা সুদান গুরুং বলেন, তাঁরা প্রথমেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পক্ষে। কারণ, সংসদ ভেঙে না দিলে পুরনো মুখগুলোই আবার ফিরে আসবে। তাঁর অভিযোগ, আমাদের সরাসরি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। আমাকে রাষ্ট্রপতির সচিব এবং আইনি উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়য আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আমি সোজা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চাই, আপনাদের কাউকে আমি চিনি না। একইভাবে সুশীলা কার্কির সঙ্গেও কোনও কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

কালী মন্দিরে অনেকগুলো শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেগুলো এখনও মায়ের মন্দিরের মধ্যে রয়েছে। তারপর থেকে ব্রহ্মচারী প্রস্তরময় সতীঅঙ্গ যত্ন সহকারে সেখানে রেখে প্রতিদিন সেই নির্জন বনে এসে কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পুজো করতেন। ক্রমে ক্রমে এই জায়গার স্থান মাহাত্ম জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ল। কালীর সেবায়েতদের মধ্য ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর নাম প্রথমেই পাওয়া যায়। তাঁর একটি মাত্র কন্যা সন্তান। কালীঘাটের হালদার বংশীয়রা ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র (মেয়ের ঘরের) বংশ।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক কর্মশিবির বার্তালাপে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার মতো জনস্বাস্থ্য সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রচলিত স্থানীয় জল সংরক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বলেন। তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ আর্সেনিকমুক্ত জল পেয়েছে বলে জানান এবং দেশীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

পি আই বি নিয়মিত এই ধরনের জেলা পর্যায়ের সংবাদ কর্মশিবির আয়োজন করে। স্থানীয় সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করানোই উদ্দেশ্য। সঠিক ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনে সাহায্য করা হয়। কৃষ্ণনগরের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামীণ ব্যাংকিং-এ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তার ওপর। বার্তালাপের শেষে সবাই একমত হন যে, নীতিগত সাফল্য সুস্থায়ী করতে প্রয়োজন সমাজের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয় এবং ক্রমাগত জনসচেতনতাও জরুরি। সাংবাদিকদের প্রশ্ন-উত্তর পর্বের পর পি আই বি-র কার্যক্রম ও জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকতায় ভূমিকার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা দেওয়া হয়। সমস্ত অংশগ্রহণকারীর হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহামায়া।। হেরুক যখন তাঁহার শক্তি বুদ্ধডাকিনী কর্তৃক যুগনদ্ধ মূর্তিতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার নাম হয় মহামায়া। মহামায়ার মূর্তি অপরাপর হেরুক মূর্তির ন্যায়ই ভীষণদর্শনা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাষ্ট্রসংঘে সুইজারল্যান্ড ও ভারতের বাক-বিতন্ডা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভারত ও সুইজারল্যান্ড-এর বাক-বিতন্ডার দ্বারা। রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে সংখ্যালঘু খোঁচা সুইজারল্যান্ডের। পাশাপাশি, দেশের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে ইউরোপের এই দেশটি। এরপরই সুইজারল্যান্ডকে পালটা দিল ভারত। মনে করাল সেদেশের বর্ণবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং গোষ্ঠীভীতির (জেনোফোবিয়া) কথা। বুধবার রাষ্ট্রসংঘে সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধি বলেন, "ভারতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা সেদেশের সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি।” এরপরই সুইজারল্যান্ডকে পালটা জবাব দেয় ভারতের প্রতিনিধি ক্ষিতিজ তিয়াগি। সভায় তিনি বলেন, “বর্ণবাদ, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং গোষ্ঠীভীতির মতো সমস্যায় জর্জরিত সুইজারল্যান্ড। তাই তাদের উচিত সেগুলি সমাধান করা।" তিনি আরও বলেন, “বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গণতন্ত্র ভারত। ভারতে বহুত্ববাদ রয়েছে। তাই সুইজারল্যান্ডের এই সমস্যাগুলির সমাধানে সহায়তা করতে প্রস্তুত ভারত।” সুইজারল্যান্ডের পাশাপাশি সভায় পাকিস্তানকেও একহাত নিয়েছেন ক্ষিতিজ। তুলেছেন পহেলগাঁও প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, “পহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব আমরা দিয়েছি। আমাদের অবস্থানও আমরা স্পষ্ট করেছি। সন্ত্রাসে মদত দেওয়া কোনও দেশের থেকে আমরা কোনও উপদেশ শুনব না।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

যাদবপুরে মৃত ছাত্রীর বন্ধুর ফেসবুক পোষ্ট নিয়ে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীর মৃত্যু ঘিরে ঘনিয়েছে রহস্য। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বেসামাল হয়ে তিনি ঝিলের জলে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ময়নাতদন্ত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব নয় বলেই জানাচ্ছে পুলিশ। এদিকে, তরুণীর বিশেষ বন্ধুর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট প্রকাশ্যে এসেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের এই ছাত্রীকে ডাক নামে সম্বোধন করেছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। তাঁর জন্য একটি আবেগঘন ফেসবুক পোস্ট করেছেন তিনি।

নিজেদের আদুরে একটি ছবি পোস্ট করে ওই তরুণ লিখেছেন, 'আমার ভালোবাসায় নিশ্চয়ই কোনও খামতি ছিল। আমার পূর্বজন্মের নিশ্চয়ই ছিল কোনও পাপ। তাই শুধু আমাকে না, সকলকে ছেড়ে চলে গেলি। আর কোনও কথা নেই। রাগ নেই। হেসেও উঠবি না আর। আমাকে এই নরক থেকে নিয়ে যেতে পারতিস ...।' সেই পোস্টে অংসখ্য মানুষ কমেন্ট করে জানতে চেয়েছেন ছেলেটির বান্ধবীর কী হয়েছে? কীভাবে এমন খারাপ ঘটনা ঘটল। অথচ কাউকেউ কোনও রিপ্লাই করেননি তিনি। জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট থেকে ঢুকে যে পার্কিং লট রয়েছে, সেখানে 'রুহানিয়াত' নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। ওই ছাত্রী তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান দেখছিলেন এবং ৪ নম্বর গেটের কাছেই ঝিলের পাড়ে বসেছিলেন। সূত্রের খবর, মদ্যপান করছিলেন বন্ধুরা সকলেই। গাঁজার আসরও বসেছিল বলে খবর।

খালেদা জিয়াকে সাজা দেওয়ার মূল্য চোকাতে হল বিচারপতিকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের হাই কোর্টের বিচারপতি মহম্মদ আক্তারুজ্জামান, যাকে অনিয়মের অভিযোগে ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। তারই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমের সামনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পরে তাদের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করে। পরে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচারপতিদের বিষয়ে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর ওই রিভিউ নিষ্পত্তির পর পুনরুজ্জীবিত হয় বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। নতুন করে গঠন করা হয়কাউন্সিল ।সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি গত ৭ সেপ্টেম্বর বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। অনিয়মের অভিযোগে ছুটিতে পাঠানো হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামান গত ৩১ আগস্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিচারপতি মহম্মদ আক্তারুজ্জামান জেলা জজ থাকাকালীন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় সাজা দিয়েছিলেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে গত ২৬ আগস্ট অনিয়মের অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে হাইকোর্টের বিচারপতি মহম্মদ আক্তারুজ্জামানের বিষয়ে শুনানি সম্পন্ন হয়।শেখ হাসিনা সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করার অভিযোগে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত বছরের ১৬ অক্টোবর বিচারপতি মহম্মদ আক্তারুজ্জামান সহ ১২ জনকে ছুটিতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে বিরত রাখা হয়েছিল হাইকোর্টের বেঞ্চে বিচারকাজ পরিচালনার দায়িত্ব থেকে।বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস, বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি শাহেদ নূর উদ্দিন, বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলন, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামানকে প্রধান বিচারপতি ছুটিতে পাঠান।

গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড প্রজেক্ট সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন, এই প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র ও আকাশ পথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে

নতুন দিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই প্রকল্পে গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড প্রজেক্টের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ওই অঞ্চলকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র ও আকাশ পথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নিরিখে এই দ্বীপটি কৌশলগত দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরো প্রকল্পটির রাষ্ট্রীয় দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদবের এক বার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @byadavbjp গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড প্রজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নিরিখে এই দ্বীপটি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরো প্রকল্পটির রাষ্ট্রীয় দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ওই অঞ্চলকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্র ও আকাশ পথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অর্থনীতি ও বাস্তুতন্ত্র যে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে, তার আদর্শ উদাহরণ হিসেবে এই প্রকল্পটি বিবেচনার যোগ্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।"

উত্তর - পূর্বাঞ্চল কি করে দেশের অগ্রগামী হয়ে উঠছে সেই নিয়ে একটি নিবন্ধ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

উত্তর-পূর্বাঞ্চল কি করে দেশের অগ্রগামী হয়ে উঠছে তা নিয়ে একটি নিবন্ধ আজ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তাঁর লেখা এই নিবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন বৈরাবি-সাইরাম রেললাইনের উদ্বোধন এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে মিজোরামকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে কিভাবে যুক্ত করছে।

এক্স সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দফতর লিখেছে :

"উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন আর কেবলমাত্র অগ্রগতির জন্য অপেক্ষমান সীমান্ত নয়, বরং দেশের বিকাশের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। বৈরাবি-সাইরাম রেললাইনের উদ্বোধন এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে মিজোরামকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এতে বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @AshwiniVaishnaw –এর লেখা নিবন্ধটি পড়ে দেখুন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিভাবে দেশের অগ্রগামী হয়ে উঠছে তার ব্যাখ্যা রয়েছে এই নিবন্ধে!"

সিনেমার খবর

বলিউডে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিয়ে ফের সরব কৃতি শ্যানন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিনেমার মতই বাস্তব জীবনেও স্পষ্টভাবে নিজের মতামত তুলে ধরাই বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যাননের স্বভাব। গেল মাসেই অতীতে নানা বিষয়ে তুলনা টানতে গিয়ে বলিউডের নারী-পুরুষদের পারিশ্রমিক নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। আবারও একই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন এই অভিনেত্রী।

আজ জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (ইউএনএফপিএ) ভারতের লিঙ্গ সমতার সম্মানসূচক দূত হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কৃতি শ্যানন। এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি জানালেন, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গবৈষম্য ভাঙাই এখন তার লক্ষ্য।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করে ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তার বাবা-মা দুজনই কর্মজীবী ছিলেন এবং সংসারের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। ফলে কৃতি ও তার বোন কখনোই নিজেদের লিঙ্গের কারণে সীমাবদ্ধ মনে করেননি। তবে কৃতির মা একই অভিজ্ঞতা পাননি।

যদিও শৈশবে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা কম ছিল, তবে বলিউডে ক্যারিয়ার গড়তে গিয়ে কৃতিকে তা অনুভব করতে হয়েছে। তার কথায়, "খুব বেশিবার বৈষম্যের বিষয় না ঘটলেও ছোট ছোট ব্যাপার-যেমন পুরুষ অভিনেতা ভালো গাড়ি বা ভালো রুম পাচ্ছেন। এটা গাড়ির জন্য নয়, বরং আমি যেন শুধু নারী হওয়ার কারণে ছোট বোধ না করি। সমান আচরণ চাই, ব্যস সেটুকুই।'

তিনি আরও বলেন, "অনেক সময় সহকারী পরিচালকরা নারী অভিনেত্রীকে ডেকে এনে অপেক্ষা করান, যেন পুরুষ অভিনেতা আসা পর্যন্ত কাজ শুরু করা যাবে না। এসব অভ্যাস বদলাতে হবে। মানসিকতা পাল্টাতে হবে।"

গেল মাসে সিএনএন-নিউজ ১৮-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে কৃতি শ্যাননকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কি বলিউডে পারিশ্রমিকের বৈষম্য নিয়ে চিন্তিত?

এর উত্তরে কৃতি বলেন, 'সমস্ত শিল্প বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারছি না কেন পারিশ্রমিকের সমতা বিদ্যমান। কারণ, কিছু ভূমিকা এবং কাজের জন্য আপনি পুরুষ বা মহিলা, এটি কোনো ব্যাপার নয়। পারিশ্রমিক একই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, চলচ্চিত্রে আমরা অনেক দিন ধরেই এই কথোপকথনটি করে আসছি। বিশ্বাস করুন, এটি আমাদের অন্য যে কারও চেয়ে এই বিষয়টি আমাকে বেশি মানসিক চাপ দেয়।'

একই সাক্ষাৎকারে কৃতি বলেছেন, 'একটি নারীপ্রধান সিনেমার কাজ হাতে নিলে দেখা যায়, তাঁর বাজেট কোনোভাবেই পুরুষপ্রধান সিনেমার সমান হয় না। প্রযোজকরা ভয়ে থাকেন নারীপ্রধান সিনেমা সহজে লগ্নি তুলে আনতে পারবে কিনা– তা নিয়ে। এ বিষয়টি এমনভাবে অনেকের মাথায় গেঁথে গেছে যে, এখন সবাই ভাবে, নারীপ্রধান সিনেমা মানেই কম আয়, আর পুরুষপ্রধান সিনেমা মানেই বড় অঙ্কের লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু আমি কোনোভাবেই এই বিষয়টি সত্যি বলে মেনে নিতে পারি না। সিনেমার সাফল্য এখন আর পুরুষ বা নারীর ওপর নির্ভর করে না– এটি বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে।'

এদিকে কৃতি শ্যানন এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের 'তেরে ইশক মে' সিনেমার কাজ নিয়ে। এতে তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার সুপারস্টার ধানুশকে। এছাড়াও তিনি কাজ করছেন 'ককটেল ২' সিনেমায়।

বিচ্ছেদ মানে এই না আমি মানুষটার বিরুদ্ধে চলে যাব: যীশু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পারিবারিক কলহের জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত ও তার স্ত্রী মডেল-প্রযোজক নীলাঞ্জনা। কাগজে কলমে স্বামী-স্ত্রী হলেও বহু দিন ধরেই আলাদা থাকছেন তারা। দুই মেয়ে সারা ও জারাকে নিয়ে এখন আলাদা সংসার করছেন নীলাঞ্জনা। আলাদা হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরকে আনফলোও করেছেন তারা। তবে এ বিষয়ে এতদিন মুখ খোলেননি যীশু।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সরাসরি বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও তিনি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে যীশু বলেন, "এটা হতেই পারে, দু'জন মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারছে না। কোনো জায়গায় মতের অমিল বা টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি মানুষটার বিরুদ্ধে চলে যাব। আমি বিশ্বাস করি, যদি কোনো সমস্যায় পড়ে, আমি তার পাশে থাকব।"

তার ভাষ্য, "এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আগেও বলিনি, এখনও বলতে চাই না। বাইরে থেকে অনেকে অনেক ধারণা করছেন। তবে একটা কথাই বলব- বইয়ের কভার দেখে বইয়ের ভেতরটা বিচার করতে যাবেন না।"

যীশুর কথায়, "বিচ্ছেদ নিয়ে আমি কখনও প্রকাশ্যে কথা বলব না। কিছু ব্যক্তিগত কারণ আছে। হ্যাঁ, কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি। না করলে হয়তো ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়তাম। তবে তাদেরও বলে দিয়েছি, যদি কেউ বাইরে এসব নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে না।"

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে যীশু ইনস্টাগ্রাম থেকে বড় মেয়ে সারাকে আনফলো করেছিলেন। তবে তার অ্যাকাউন্টে সারার ছবি এখনো দেখা যায়। এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে টানাপোড়েন চললেও কাজের দিক দিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি সৌরভ দাসের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন তিনি। পাশাপাশি পরিচালনা ও অভিনয় নিয়েও সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছেন।

রোমান্টিক রিলে মেতে উঠলেন শাহরুখ-রানি, বিশেষ বার্তাও দিলেন কিং খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে একসঙ্গে বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান ও রানি মুখার্জি। 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়', 'চালতে চালতে', 'কভি আলবিদা না কেহনা', 'বীর জারা', 'হে রাম'- প্রতিটি ছবিতেই তাঁদের জুটি দর্শকের মনে গেঁথে আছে। এবার সেই জুটিকেই আবারও নতুনভাবে আবিষ্কার করলেন ভক্তরা।

শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালনায় প্রথম সিনেমার গান 'পেহলি তু আখেরি' রোমান্টিক এক রিলে মেতে উঠলেন কিং খান ও রানি। শাহরুখ নিজেই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে।

ভিডিওতে দেখা গেছে, হাতে স্লিং থাকা সত্ত্বেও শাহরুখ দারুণভাবে নেচেছেন গানের তালে। পাশে সাদা শার্ট ও নীল ডেনিমে রানি মুখার্জি তাঁর সঙ্গে মিলিয়েছেন পা।

তবে পোস্টটির আসল আকর্ষণ ছিল কিং খানের লেখা ক্যাপশন। নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, "ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড... আর আমাদের দুজনের অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ। ইয়াহ! অভিনন্দন রানি, তুমি রানি তো বটেই, আর তোমায় আমি সবসময় ভালোবাসব।"

শাহরুখ খানের কথাগুলো ভক্তদের মন ছুঁয়ে গেছে। কারণ, চলতি বছরই প্রথমবারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছেন শাহরুখ খান- 'জাওয়ান' সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতার খেতাব পান তিনি। একই সঙ্গে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার উঠেছে রানি মুখার্জির হাতে- 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' ছবির জন্য।

শাহরুখ-রানির এই রিল দেখে কেউ লিখেছেন, "প্যারালাল ইউনিভার্সে রাহুল আর টিনা।" আবার আরেক ভক্ত মন্তব্য করেছেন, "রাহুল আর টিনার কামব্যাক।"

কোহলির ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ, মন্তব্য ইরফান পাঠানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান মনে করছেন, বিরাট কোহলির ওয়ানডে ক্যারিয়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। পাঠানের মতে, কোহলি এখন মূলত আইপিএলেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন, আর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেললেও তা হবে শুধুই নিজের আনন্দের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার কোনো লক্ষ্য ছাড়াই।

এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরফান পাঠান বলেন, "একজন পেশাদার ক্রিকেটারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নিয়মিত খেলা এবং ফিট থাকা। যারা এখন জাতীয় দলের বাইরে, তাদের জন্য ধারাবাহিকতা ধরে রাখা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।"

ওডিআই ক্রিকেটের গুরুত্ব কমে যাওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন পাঠান। তার মতে, "বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দাপট চলছে, তাই ওয়ানডে ফরম্যাট তার আবেদন হারাচ্ছে। এ কারণেই কোহলি সম্ভবত এখন শুধুমাত্র আইপিএলে মনোযোগ দেবেন। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে অংশ নিলেও তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে নয়।"

পাঠান আরও বলেন, "রোহিত শর্মা ফিটনেস নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। বিরাট কোহলি ও মোহাম্মদ শামিও নিজেদের ফিটনেস ধরে রাখতে কঠোর পরিশ্রম করেন। তবে নিয়মিত খেলার অভাব ফর্ম ও ফিটনেসে প্রভাব ফেলতে পারে।"

২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ভারতীয় দল যেন ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে, সেজন্য স্পষ্ট পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন পাঠান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং চিফ সিলেক্টর অজিত আগারকার এ বিষয়ে সিনিয়র ক্রিকেটারদের জন্য একটি পরিষ্কার নীতিমালা তৈরি করবেন।

১৩ মিলিয়নে এদেরসনকে ছেড়ে ৩০ মিলিয়নে দোন্নারুমাকে আনলো ম্যানসিটি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক এদেরসন মোরালেসকে বিক্রি করে পিএসজির ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুমাকে কিনছে ম্যানচেস্টার সিটি।

বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় প্রিমিয়ার লিগের দলবদলের দরজা বন্ধ হবে। তার আগে দোন্নারুমার সঙ্গে চুক্তি ও মেডিকেল সম্পন্ন হয়ে যাবে সিটিজেনদের।

এদেরসন যাচ্ছেন তুর্কি ক্লাব ফেনেরবাচে। তুর্কি লিগের দলবদলের দরজা ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকায় চুক্তি সম্পন্ন করা নিয়ে অতো জোড়জোড় করতে হচ্ছে না ফেনেরবাচে কিংবা ম্যানসিটির। ফুটবল দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো জানিয়েছেন, তাকে কিনতে ১৩ মিলিয়ন ইউরো খরচ হচ্ছে ফেনেরবাচের।

অন্যদিকে চুক্তির শেষ বছরে থাকা দোন্নারুমাকে কিনতে সিটিজেনদের লাগছে ৩০ থেকে ৩৫ মিলিয়ন ইউরো। রোমানো জানিয়েছেন, তার সঙ্গে লম্বা চুক্তি করতে যাচ্ছে ম্যানসিটি। ইংলিশ সংবাদ মাধ্যমের মতে, চুক্তি হতে যাচ্ছে পাঁচ বছরের।

গত মৌসুমে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন দোন্নারুমা। কিন্তু চলতি মৌসুমের শুরুতে তিনি পিএসজি কোচ লুইস এনরিকের বাতিলের খাতায় পড়ে যান। যে কারণে তার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেনি ক্লাব। এমনকি দল থেকে বাদ দেওয়ায় দলবদলের দরজা বন্ধের আগে নতুন ঠিকানা খুঁজে নিলেন তিনি।

ওদিকে কয়েক বছর ম্যানসিটির সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল এদেরসনের। গোলবারে দাঁড়িয়ে তার বল পাসিং দক্ষতা অন্যদের চেয়ে তাকে আলাদা করেছিল। গার্দিওলার সিস্টেমে খুবই কার্যকরী ছিলেন তিনি। কিন্তু ইনজুরি আর অফ ফর্মের কারণে পেপের আস্থা হারান গত মৌসুমেই। যে কারণে নতুন ঠিকানা খুঁজতে হলো তারও।

রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে লিভারপুলে সুইডিশ স্ট্রাইকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল এক বিশাল চমক দেখিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেক্সান্দার ইসাককে দলে টানতে যাচ্ছে। জানা গেছে, ২৫ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের ট্রান্সফার ফি হতে যাচ্ছে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ১৭৬ মিলিয়ন ডলার), যা ব্রিটিশ ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি হিসেবে রেকর্ড গড়বে।

বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, ইসাক আগামী সোমবার মেডিকেল পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন এবং এরপর ছয় বছরের চুক্তিতে লিভারপুলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন।

গত মৌসুমে ইসাক দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। তিনি প্রিমিয়ার লিগে ২৩ গোল করে মোহাম্মদ সালাহর পর সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে মৌসুম শেষ করেন। তার এই পারফরম্যান্স নিউক্যাসলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এছাড়া, লিগ কাপ ফাইনালে লিভারপুলের বিপক্ষে গোল করে নিউক্যাসলকে ৭০ বছরের মধ্যে প্রথম ঘরোয়া ট্রফি এনে দিতে বড় অবদান রাখেন ইসাক।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR